لا إله إلا الله

লা-ইলাহা ইল্লাল্লহ্ বুঝে বলছেন তো?

মুহাম্মাদ ইকবাল বিন ফাখরুল ইসলাম

লা-ইলাহা ইল্লাল্লহ্
বুঝে বলছেন তো ?

- গবেষক -

মুহাম্মাদ ইকবাল বিন ফাখরুল ইসলাম

০১৬৮০৩৪১১১০

গবেষকের প্রকাশিত বইসমূহ ফ্রী ডাউনলোড করতে ভিজিট করুন-

Web : www.downloadquransoftware.com

- প্রকাশনায় -

বাক্কাহ্ ডিটিপি হাউজ

- কম্পিউটার কম্পোজ -

আব্দুল্লাহ্ আরিফ

- প্রকাশকাল -

মার্চ ২০১৬ইং

মূল্য ঃ **৩০** টাকা মাত্র

বই সংগ্রহের জন্য যোগাযোগ করুন-

০১৬৮১-৫৭৯৮৯৮

০১৭২৬-৪০৪৫২৬

০১৯২০-৫৭১৩৯৫

॥ সূচিপত্র ॥

লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্'র ব্যাখ্যা কেনো জানবো ? ০৪

ইলাহ্ শব্দের আভিধানিক অর্থ ০৪

লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্'র প্রচলিত ভুল অর্থ ০৪

লা-ইলাহা ইল্লাল্লহ্ কালিমাহ্'র সঠিক অর্থ ০৫

১. যিনি স্রষ্টা তিনিই ইলাহ্ ঃ ০৫

২. যিনি রিযিক্ব দেন তিনিই ইলাহ্ ঃ ০৬

৩. যার বিধানমত চলা হয় সেই ইলাহ্ ঃ ০৬

৪. যার কাছে দু'আ করা হয় সেই ইলাহ্ ঃ ০৬

৫. সম্মানের ভাস্কর্য বা প্রতিকৃতিও ইলাহ্ ঃ ০৬

লা-ইলাহা ইল্লাল্লহ্ যেভাবে বিশ্বাস করতে হবে ০৮

১. প্রথমে সকল বাতিল ইলাহ্'কে অস্বীকার করতে হবে

এরপর আল্লাহ্'কে একমাত্র "ইলাহ" হিসেবে মানতে হবে ঃ ০৮

২. অন্তরে বিশ্বাসের সাথে মেনে নিতে হবে ঃ ০৮

সমাজের কতিপয় ইলাহ্ যাদের অস্বীকার করতে হবে ০৮

১. যে সকল প্রতিমার বা ভাস্কর্যের ভক্তি করা হয় তাও ইলাহ্ ঃ ০৮

২. কথিত ওয়ালী-আওলিয়া যারা মানুষকে বিপদ থেকে

উদ্ধার করে বলে দাবী করে তারাও ইলাহ্ ঃ ০৯

৩. যারা সত্য-মিথ্যা না বুঝে নিজের মনের সিদ্ধান্তকেই

সঠিক মনে করে এমন লোকগুলো সবাই ইলাহ্ ঃ ০৯

৪. বিধানদাতা ধর্মীয় আলিম ও পীররা ইলাহ্ ঃ ০৯

৫. বিধানদাতা শাসকরাও ইলাহ্ ঃ ০৯

লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্ যেভাবে আ'মাল করতে হবে ১০

১. শিরক মুক্ত হতে হবে ঃ ১০

২. আল্লাহ্'র বিধান অনুযায়ী জীবনের সকল চিন্তা ও কাজ পরিচালিত হবে ঃ ১০

যেসব কারণে অধিকাংশ মানুষ ও জ্বীনেরা আল্লাহ্'কে একমাত্র ইলাহ্ হিসেবে গ্রহণ করে না ১০

১. অহংকারের কারণে ঃ ১০

২. ক্ষমতা ও সম্মান পাওয়ার আশায় ঃ ১১

৩. সাহায্য পাওয়ার আশায় ঃ ১১

৪. বাপ-দাদার আদর্শের প্রতি সম্মান বা ভালোবাসার কারণে ঃ ১১

আল্লাহ্'ই একমাত্র ইলাহ্ হওয়া যোগ্য কেনো ? ১২

আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সকল ইলাহ্গুলো অযোগ্য হবার প্রমাণ এবং যুক্তি ১৩

লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্ বাক্যটি কত গুরুত্বপূর্ণ ১৪

১. সকল রসূলকে ওয়াহী করা হয়েছে ঃ ১৪

২. আল্লাহ্, মালাইকাহ্গণ ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানীগণ লা-ইলাহ্ ইল্লাল্লহ্'র স্বাক্ষ্য দেয় ঃ ১৪

লা-ইলাহা ইল্লাল্লহ্ মানার শুভ পরিণতি ১৪

লা-ইলাহা ইল্লাল্লহ না মানার ভয়াবহ পরিণতি ১৫

১. লা-ইলাহা ইল্লাল্লহ না মানলে ইহকালে এবং পরকালে কঠোর শাস্তি রয়েছে ঃ ১৫

২. লা-ইলাহা ইল্লাল্লহ না মানলে শিরক্ হয় এবং তার জন্য জান্নাত হারাম এবং জাহান্নাম নিশ্চিত ঃ ১৫

৩. লা-ইলাহা ইল্লাল্লহ না মেনে জান্নাতে প্রবেশ করা যাবে না ঃ ১৫

সংশয়মূলক প্রশ্নোত্তর ১৫

লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্'র ব্যাখ্যা কেনো জানবো ?

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন,

فَٱعۡلَمۡ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ...

"অবশ্যই তুমি লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করো..." -সূরাহ্ মুহাম্মাদ (৪৭), ১৯

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন,

هَٰذَا بَلَٰغٞ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِۦ وَلِيَعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞ وَلِيَذَّكَّرَ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ ٥٢

"এটা মানুষদের জন্য একটি সতর্ক বার্তা যার দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে আর যাতে তারা অবশ্যই জ্ঞান অর্জন করে যে, তিনি এক ইলাহ্ আর যাতে বুদ্ধিমান মানুষেরা উপদেশ গ্রহণ করে।" -সূরাহ্ ইবরাহীম (১৪), ৫২

ইলাহ্ শব্দের আভিধানিক অর্থ

যার বিধান মানা হয় -মু'জামুল ওয়াসীত্ব (আরবী অভিধান)

যার বিধান মেনেছে -আল মু'তামাদ (আরবী অভিধান)

লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্'র প্রচলিত ভুল অর্থ

আল্লাহ্ ছাড়া কোনো সৃষ্টিকর্তা নাই এই অনুবাদটি আংশিক সঠিক। এর মাধ্যমে পুরো অর্থ প্রকাশ করে না। কারণ, রসূলুল্লহ্ ﷺ মাক্কাহ্'য় যাদেরকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লহ্ কালিমাহ্টি মানতে বলেছিলেন তারা আল্লাহ্'কে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে স্বীকার করতো। লা-ইলাহা ইল্লাল্লহ্ কালিমাহ্টির অর্থ যদি "আল্লাহ্ ছাড়া কোনো সৃষ্টিকর্তা নাই" হত তাহলে তো মাক্কাহ্'র মূর্তিপূজারীদের সাথে বিরোধের কিছুই ছিলো না। এ থেকেই বুঝা যায় ইলাহ্ অর্থ শুধুমাত্র সৃষ্টিকর্তা নয়, বরং আরো কিছু দাবীও রয়েছে। আর তারা যে, আল্লাহ্'কে সৃষ্টিকর্তা মানতো নিম্নে তার দালিল পেশ করা হলো-

মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَلَئِن سَأَلۡتَهُم مَّنۡ خَلَقَهُمۡ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُۖ فَأَنَّىٰ يُؤۡفَكُونَ ٨٧

"তুমি যদি তাদেরকে (মূর্তি পূজারীদেরকে) জিজ্ঞেস করো- তাদেরকে কে সৃষ্টি করেছে? তখন তারা অবশ্যই বলবে আল্লাহ্..." -সূরাহ্ যুখরুফ (৪৩), ৮৭

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ অনেকেই ভাবতে পারেন যে, স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহ্'কে বিশ্বাস করলে আবার মূর্তিপূজা করবে কেনো ? এর সহজ উত্তর হলো- আমাদের সমাজে যে সকল হিন্দুরা মূর্তিপূজা করে তারা কি সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করে না ? অবশ্যই করে ! সৃষ্টিকর্তাকে তারা ভগবান বলে জানে।

আরো একটি দৃষ্টান্তমূলক প্রমাণ হচ্ছে- যদি কালিমাহ্'র অর্থ শুধুমাত্র আল্লাহ্'কে স্রষ্টা হিসেবে স্বীকার করা হয় তাহলে তো ইবলিসও মুসলিম (নাউযুবিল্লাহ্)। কারণ, ইবলিস আল্লাহ্'কে স্রষ্টা হিসেবে বিশ্বাস করে। এ সম্পর্কিত আয়াতটি লক্ষ্য করুন,

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۖ قَالَ أَنَا۠ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِى مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُۥ مِن طِينٍ ﴿١٢﴾

"আল্লাহ্ বললেন, কি কারণে তুমি সাজদাহ্ করলে না ? সে (ইবলিস) বলল, আমি তার চেয়ে উত্তম! আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন থেকে আর তাকে (আদামকে) সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে !" –সূরাহ্ আ'রফ (৭), ১২

এ আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, ইবলিস স্বীকার করেছে আল্লাহ্ তাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন। এতেই প্রমাণ হয় ইবলিস আল্লাহ্'কে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে বিশ্বাস করে।

অতএব, কোনোভাবেই কালিমাহ্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লহ্'র অর্থ শুধুমাত্র আল্লাহ্'কে স্রষ্টা হিসেবে স্বীকার করে নেয়া নয়। বরং কালিমাহ্'র অর্থটি আরো ব্যাপক। যা সামনে আলোচনা আসছে ইনশাআল্লাহ্।

লা-ইলাহা ইল্লাল্লহ্ কালিমাহ্'র সঠিক অর্থ

লা-ইলাহা ইল্লাল্লহ্'র সঠিক অর্থ জানতে হলে আমাদেরকে ইলাহ্ কাকে বলে তা আগে জানতে হবে।

১. যিনি স্রষ্টা তিনিই ইলাহ্ ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন,

مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُۥ مِنْ إِلَٰهٍ ۚ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍۭ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ سُبْحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٩١﴾

"আল্লাহ্ কোনো পুত্র সন্তান গ্রহণ করেননি। তাঁর সাথে অন্য কোনো ইলাহ্ও নেই। যদি থাকতো তাহলে সকল ইলাহ্ তার নিজের সৃষ্ট বস্তু নিয়ে আলাদা হয়ে যেতো...!"
-সূরাহ্ মু'মিনূন (২৩), ৯১

এ আয়াতটি দ্বারা বুঝা যায় যে, ইলাহ্ অবশ্যই **সৃষ্টিকর্তা**।

২. যিনি রিযিক্ব দেন তিনিই ইলাহ্ ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন,

أَمَّن يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ ... ﴿٦٤﴾

"নাকি তিনিই যিনি সৃষ্টির সূচনা করেন, অতঃপর তার পুনরাবৃত্তি করেন এবং যিনি তোমাদেরকে আকাশ ও পৃথিবী থেকে রিযিক্ব দান করেন ? (তাই) আল্লাহ্'র সাথে অন্য কোনো ইলাহ্ আছে কি ?..." -সূরাহ্ নাম্‌ল (২৭), ৬৪

৩. যার বিধানমত চলা হয় সেই ইলাহ্ ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন,

إِنَّنِىٓ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدْنِى ... ﴿١٤﴾

"নিশ্চয়ই আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই। তাই আমার বিধানমত চলো।" -সূরাহ্ ত্বহা (২০), ১৪

এ আয়াতটি দ্বারা বুঝা যায় যে, যিনি বিধান দেন, তিনিই ইলাহ্।

৪. যার কাছে দু'আ করা হয় সেই ইলাহ্ ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ ۘ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ ... ﴿٨٨﴾

"তোমরা আল্লাহ্'র পাশাপাশি অন্য ইলাহ্'র কাছে দু'আ করো না। (কারণ) নাই কোনো ইলাহ্ তিনি (আল্লাহ্) ছাড়া..." -সূরাহ্ ক্বস্বস্ব (২৮), ৮৮

এ আয়াতটি থেকে বুঝা যায়, আল্লাহ্'র পাশাপাশি যার কাছে দু'আ করা হয় সে অবশ্যই ইলাহ্।

৫. সম্মানের ভাস্কর্য বা প্রতিকৃতিও ইলাহ্ ঃ এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً ۖ إِنِّىٓ أَرَىٰكَ وَقَوْمَكَ فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٧٤﴾

"যখন ইবরহীম তার পিতা আযরকে বলেছিলো আপনি কি প্রতিমাগুলোকে (ভালোবাসার উদ্দেশ্যে) ইলাহ্রূপে গ্রহণ করেছেন ? আমিতো আপনাকে আর আপনার জাতিকে স্পষ্টভাবে পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত দেখছি !" -সূরাহ্ আন'আম (৬), ৭৪

এ আয়াত থেকে বুঝা গেলো কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের সম্মানের প্রতিকৃতি বা ভাস্কর্যও ইলাহ্। যেমন- শহীদ মিনার, স্মৃতিসৌধ, বুদ্ধিজীবি ক্বরস্থানের সৌধ, ধর্মীয় গুরুর, পীরের ও রাষ্ট্রীয় নেতার ছবি বা ভাস্কর্য, ইত্যাদি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ অনেকেই মনে করতে পারেন ইবরাহীম عليه السلام এর জাতির লোকেরা প্রতিমাগুলোর ভক্তি করতো কিছু পাওয়ার আশায়। কিন্তু শহীদ মিনারে, স্মৃতিসৌধে

কিছু পাওয়ার আশায় ভক্তি বা সম্মান করা হয় না। তাই ইবরাহীম عليه السلام এর জাতির সাথে আমাদের এসবের কি মিল থাকতে পারে ? এর জবাবে আমরা বলবো, আপনাদের বক্তব্য সম্পূর্ণ ভুল। কারণ ইবরাহীম عليه السلام এর জাতির লোকেরা প্রতিমাগুলো থেকে কিছু পাওয়ার আশায় ভক্তি করতো না। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন,

قَالَ هَلۡ يَسۡمَعُونَكُمۡ إِذۡ تَدۡعُونَ ﴿٧٢﴾ أَوۡ يَنفَعُونَكُمۡ أَوۡ يَضُرُّونَ ﴿٧٣﴾ قَالُواْ بَلۡ ... ﴿٧٤﴾

"(ইবরাহীম) বলেছিলো, তোমরা যখন তাদেরকে (প্রতিমাগুলোকে) ডাক তখন কি তারা তোমাদের ডাক শোনে ? বা তোমাদের উপকার বা অপকার করে ? তারা বলল না[১]..." -সূরাহ্ শু'আরা (২৬), ৭২ থেকে ৭৪

এ আয়াত থেকে পরিস্কারভাবে বুঝা গেলো ইবরাহীম عليه السلام এর জাতির লোকেরা প্রতিমাগুলো থেকে কোনো কিছু পাওয়ার আশায় ভক্তি করতো না। এখন প্রশ্ন জাগতে পারে তাহলে কেনো তারা প্রতিমাগুলোর ভক্তি করতো ? এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذۡتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوۡثَٰنٗا مَّوَدَّةَ بَيۡنِكُمۡ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا ... ﴿٢٥﴾

"(ইবরাহীম) বলেছিলো, তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া প্রতিমাগুলোকে (ইলাহ্) হিসেবে গ্রহণ করেছো পার্থিব জীবনে তোমাদের পারস্পরিক ভালবাসার উদ্দেশ্যে ?..." -সূরাহ্ আনকাবূত (২৯), ২৫

এ আয়াতটি দ্বারা বুঝা গেলো ইবরাহীম عليه السلام এর জাতির লোকেরা প্রতিমাগুলোকে ভক্তি করতো ভালোবাসার উদ্দেশ্যে। তাই ইবরাহীম আ. এর জাতির লোকেরা যেমন তাদের প্রতিমাগুলোকে ভালোবাসার কারণে ভক্তি করতো ঠিক তেমনিভাবে বর্তমানেও ভালোবাসার উদ্দেশ্যেই শহীদ মিনার, স্মৃতিসৌধকে ভক্তি করা হয়। তাই এসব ভাস্কর্যও ইলাহ্। এজন্য এসব ভাস্কর্যকে ভক্তি বা সম্মান করাই হলো ইবাদাত।

তাহলে বুঝা গেলো ইলাহ্ শব্দের অর্থ হলো- **১. সৃষ্টিকর্তা, ২. রিযিক্বদাতা, ৩. দু'আ গ্রহণকারী, ৪. বিধানদাতা, ৫. ইবাদাত পাওয়ার যোগ্য।**

তাই

লা-ইলাহা ইল্লাল্লহ্'র সঠিক অর্থ হলো "নেই কোনো (সত্য)[২] সৃষ্টিকর্তা, রিযিক্বদাতা, দু'আ গ্রহণকারী, বিধানদাতা, ইবাদাত পাওয়ার যোগ্য আল্লাহ্ ছাড়া।"

---

১. এখানে আরবী শব্দ بَلۡ (বাল) যার অর্থ নাবোধক হয়। -মু'জামুল ওয়াসীত্ব (আরবী অভিধান)

২. লা-ইলাহা ইল্লাল্লহ্ বাক্যের মধ্যে "সত্য" শব্দটি নেই বটে, কিন্তু অন্য আয়াত দ্বারা বুঝা যায় মিথ্যা ইলাহ্ রয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন,

وَقَالَ ٱللَّهُ لَا تَتَّخِذُوٓاْ إِلَٰهَيۡنِ ٱثۡنَيۡنِۖ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞۖ فَإِيَّيَ فَٱرۡهَبُونِ ﴿٥١﴾

'তোমরা দু'ইলাহ্ গ্রহণ করো না, তিনি তো এক ইলাহ্; কাজেই আমাকে ভয় কর।' -সূরাহ্ নাহল (১৬), ৫১

তাই 'লা'-এর পরে "সত্য" শব্দটি উহ্য রয়েছে বলে বুঝে নিতে হবে।

লা-ইলাহা ইল্লাল্লহ্ যেভাবে বিশ্বাস করতে হবে

১. প্রথমে সকল বাতিল ইলাহ্'কে অস্বীকার করতে হবে এরপর আল্লাহ্'কে একমাত্র "ইলাহ" হিসেবে মানতে হবে ঃ

লা-ইলাহা ইল্লাল্লহ্ কালিমাহ্'টি দু'ভাগে বিভক্ত।

১. **লা-ইলাহ্** বলে সকল বাতিল ইলাহ্'কে প্রথমে বর্জন করতে হবে,

২. তারপর **ইল্লাল্লহ্** বলে আল্লাহ্'কে একমাত্র ইলাহ্ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন,

... فَمَن يَكْفُرْ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا ... ﴿٢٥٦﴾

"...যে ব্যক্তি ত্বগুতকে (মিথ্যা ইলাহ্'কে) অস্বীকার করবে তারপর আল্লাহ্'র প্রতি ঈমান আনবে সে এমন একটি মজবুত হাতল (প্রকৃত সত্য) ধারণ করলো যা কখনো ছিন্ন হবার নয়। আর আল্লাহ্ (সবকিছু) শুনেন-জানেন।" -সূরাহ্ বাক্বরহ্ (২), ২৫৬

২. অন্তরে বিশ্বাসের সাথে মেনে নিতে হবে ঃ

عَنْ عُثْمَانَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَّهُ لَا أَلٰهَ أَلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

"উসমান ﵁ বলেন, "রসূলুল্লহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্তরে এ বিশ্বাস রেখে মৃত্যুবরণ করলো যে, "নাই কোনো (সত্য) ইলাহ্ আল্লাহ্ ছাড়া" সে জান্নাতে যাবে।"
-মুসলিম, অধ্যায় ঃ ১, কিতাবুল ঈমান, অনুচ্ছেদ ঃ ১০, যে ব্যক্তি তাওহীদের উপর মৃত্যুবরণ করবে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে- এর দালীল-প্রমাণ, হাদিস # ৪৩/২৬

সমাজের কতিপয় ইলাহ্ যাদের অস্বীকার করতে হবে

১. যে সকল প্রতিমার বা ভাস্কর্যের ভক্তি করা হয় তাও ইলাহ্ ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً ۖ إِنِّىٓ أَرَىٰكَ وَقَوْمَكَ فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٧٤﴾

"যখন ইবরহীম তার পিতা আযরকে বলেছিলো আপনি কি প্রতিমাগুলোকে (ভালোবাসার উদ্দেশ্যে) ইলাহ্রূপে গ্রহণ করেছেন ? আমিতো আপনাকে আর আপনার জাতিকে স্পষ্টভাবে পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত দেখছি !" -সূরাহ্ আন'আম (৬), ৭৪

এ আয়াত থেকে বুঝা গেলো কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের সম্মানের প্রতিকৃতি বা ভাস্কর্যও ইলাহ্। যেমন- শহীদ মিনার, স্মৃতিসৌধ, বুদ্ধিজীবি ক্ববরস্থানের সৌধ, ধর্মীয় গুরুর, পীরের ও রাষ্ট্রীয় নেতার ছবি বা ভাস্কর্য, ইত্যাদিগুলো অবশ্যই অস্বীকার করতে হবে।

২. কথিত ওয়ালী-আওলিয়া যারা মানুষকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে বলে দাবীদার ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَٰنَ لَهُۥ بِهِۦ فَإِنَّمَا حِسَابُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَٰفِرُونَ

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্'র পাশাপাশি অন্য ইলাহ'কেও ডাকে, এ ব্যাপারে তার কাছে কোনো দালীল প্রমাণ নেই, একমাত্র তার রবের কাছেই তার হিসাব হবে, (এসব) কাফিররা অবশ্যই সফলকাম হবে না।" -সূরাহ্ আল-মু'মিনূন (২৩), ১১৭

৩. যারা সত্য-মিথ্যা না বুঝে নিজের মনের সিদ্ধান্তকেই সঠিক মনে করে এমন লোকগুলো সবাই ইলাহ্ ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন,

أَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَٰهَهُۥ هَوَىٰهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿٤٣﴾

"তুমি কি তাকে দেখনি যে তার খেয়াল খুশিকে ইলাহ্রূপে গ্রহণ করেছে ? এর পরও কি তুমি তার কাজের জিম্মাদার হতে চাও ?" -সূরাহ্ ফুরক্বন (২৫), ৪৩

যেমন- যে বলে সিগারেট, জর্দ্দা, গুল, ও মদ সেবন করা সমস্যা নয়, সে নিজেও ইলাহ্।

৪. বিধানদাতা ধর্মীয় আলিম ও পীররা ইলাহ্ ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন,

ٱتَّخَذُوٓا۟ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَٰنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوٓا۟ إِلَٰهًا وَٰحِدًا ۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَٰنَهُۥ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾

"তারা আল্লাহ্'র পরিবর্তে নিজেদের আলিম ও পীরদেরকে তাদের বিধানদাতা বানিয়ে নিয়েছে। মাসীহ্ ইবনু মারইয়ামকেও স্রষ্টা বানিয়ে নিয়েছে। অথচ তাদেরকে কেবল এক ইলাহ্'র ইবাদাতের নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো- নাই কোনো ইলাহ্ তিনি (আল্লাহ্) ছাড়া। তিনি পবিত্র তারা যে শরীক করে তা থেকে।" -সূরাহ্ তাওবাহ্ (৯), ৩১

এ আয়াতটি দ্বারা প্রমাণ হয় যারা আলিম ও পীরদের ধর্মীয় ব্যাপারে বিধানদাতা হিসেবে মনে করে তারা তাদেরকে ইলাহ্ হিসেবে গ্রহণ করেছে।

৫. বিধানদাতা শাসকরাও ইলাহ্ ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِى ... ﴿٣٨﴾

"(ফিরআউন বললো) হে আমার পরিষদবর্গ! আমি নিজেকে ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ্ সম্পর্কে অবহিত নই।" -সূরাহ্ আল-ক্বস্বস্ (২৮), ৩৮

এ আয়াত থেকে বুঝা যায় শাসকরা যখন আল্লাহ্'র আইন বাদ দিয়ে অন্য বিধান দেয় তখন ঐ শাসকরাও ইলাহ্ হয়ে যায়।

লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্ যেভাবে আ'মাল করতে হবে

১. শিরক মুক্ত হতে হবে ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন,

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمۡ يَلۡبِسُوٓاْ إِيمَٰنَهُم بِظُلۡمٍ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلۡأَمۡنُ وَهُم مُّهۡتَدُونَ ٨٢

"যারা ঈমান এনেছে (অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্ স্বাক্ষ্য দিয়েছে) আর যুলুম (শিরক্)[৩] দ্বারা তাদের ঈমানকে কলুষিত করেনি। তারাই নিরাপত্তা লাভ করবে এবং তারাই হেদায়েত প্রাপ্ত।" -সূরাহ্ আন'আম (৬), ৮২

এ আয়াতটি বলছে যে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লহ্'র স্বাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্ত হচ্ছে আল্লাহ্'র সাথে শিরক পরিত্যাগ করতে হবে।

২. আল্লাহ্'র বিধান অনুযায়ী জীবনের সকল চিন্তা ও কাজ পরিচালিত হবে ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন,

رَّبُّ ٱلۡمَشۡرِقِ وَٱلۡمَغۡرِبِ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَٱتَّخِذۡهُ وَكِيلٗا ٩

"তিনি (আল্লাহ্) পূর্ব ও পশ্চিমের রব। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই, কাজেই তাঁকে (জীবনের) পরিচালক হিসেবে গ্রহণ করো।" -সূরাহ্ মুয্যাম্মিল (৭৩), ৭

যেসব কারণে অধিকাংশ মানুষ ও জ্বীনেরা আল্লাহ্'কে একমাত্র ইলাহ্ হিসেবে গ্রহণ করে না

১. অহংকারের কারণে ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন,

إِنَّهُمۡ كَانُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَهُمۡ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسۡتَكۡبِرُونَ ٣٥

"তাদেরকে যখন বলা হত, নাই কোনো ইলাহ্ আল্লাহ্ ছাড়া, তখন তারা অহংকার করতো।" -সূরাহ্ আস্-স্বফ্ফাত (৩৭), ৩৫

عَبۡدِ اللّٰه رَضِىَ اللّٰهُ عَنۡهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتۡ اَلَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَلَمۡ يَلۡبِسُوۡا اِيۡمَانَهُمۡ بِظُلۡمٍ قُلۡنَا يَا رَسُوۡلَ اللّٰهِ اَيُّنَا لَا يَظۡلِمُ نَفۡسَهُ ؟ قَالَ لَيۡسَ كَمَا تَقُوۡلُوۡنَ وَلَمۡ يَلۡبِسُوۡا اِيۡمَانَهُمۡ بِظُلۡمٍ بِشِرۡكٍ...

৩. আব্দুল্লাহ্ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন। যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় "যারা ঈমান এনেছে (অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্ স্বাক্ষ্য দিয়েছে) আর যুলুম দ্বারা তাদের ঈমানকে কলুষিত করেনি" তখন আমরা বললাম, হে আল্লাহ্'র রসূল ﷺ আমাদের মাঝে এমন কে আছে যে নিজের উপর যুলুম করেনি ? তিনি ﷺ বললেন, তোমরা যা ভেবেছ ব্যাপারটি তা নয়। বরং তাদের ঈমানকে যুলুম দ্বারা মিশ্রিত করার অর্থ হল শিরক করা..." **-বুখারী,** অধ্যায় ঃ ৬০, নাবীগণের হাদিসসমূহ, অনুচেছদ ঃ ৮, মহান আল্লাহ্'র বানী, আল্লাহ্ ইবারহীম আ. কে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন (সূরাহ্ নিসা (৪), ১২৫), হাদিস # ৩৩৬০

২. ক্ষমতা ও সম্মান পাওয়ার আশায় ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لِّيَكُونُواْ لَهُمۡ عِزّٗا ﴿٨١﴾

"তারা আল্লাহ্'র পরিবর্তে আরো ইলাহ্ বানিয়ে রেখেছে, যেনো তা তাদের জন্য ক্ষমতা বা সম্মানের কারণ হতে পারে।" -সূরাহ্ মারইয়াম (১৯), ৮১

যেমন- কতিপয় ধর্মীয় আলিম, পীর ও রাষ্ট্রীয় বিধানদাতা ইত্যাদি।

৩. সাহায্য পাওয়ার আশায় ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لَّعَلَّهُمۡ يُنصَرُونَ ﴿٧٤﴾

"তারা আল্লাহ্'র পরিবর্তে অন্য ইলাহ্ বানিয়ে রেখেছে এ আশায় যে, তাদের সাহায্য করা হবে।" -সুরাহ্ ইয়াসিন (৩৬), ৭৪

যেমন- তথাকথিত পীরের মুরিদ, মাযার পূজারী, মূর্তি পূজারী ও কতিপয় লোক রাষ্ট্রীয় সাহায্য পাওয়ার আশায় ইত্যাদি।

৪. বাপ-দাদার আদর্শের প্রতি সম্মান বা ভালোবাসার কারণে ঃ

سَعِيدُ بْنُ الْمسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبِ الْوَفَاةُ جَائَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلِ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ أَبِى أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَمِّ قُلْ لَاأِلٰهَ أِلَّ اللّٰهُ كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهاَ عِنْدَ اللّٰهِ فَقَالَ أَبُوْ جَهْلِ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِى أُمَيَّةَ : يَا أَبَا طَالِبٍ أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَمْ يَزَلْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ وَيُعِيْدُ لَهُ تِلْكَ الْمَقَالَةَ حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ أَخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ هُوَ : عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَأَبِى أَنْ يَقُوْلَ لَا أِلٰهَ أِلَّا اللّٰهُ ...

সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আবু তালিবের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলো তখন রসূলুল্লহ্ ﷺ তাঁর কাছে গেলেন এবং সেখানে তিনি দ. আবু জাহ্ল ও 'আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমাইয়্যাহ্ ইবনু মুগীরাহ্'কে উপস্থিত দেখতে পেলেন। রসূলুল্লহ্ ﷺ (আবু তালিবকে লক্ষ্য করে) বললেন, হে আমার চাচা। আপনি "লা-ইলাহা ইল্লাল্লহ্" কথাটি বলুন। এর দ্বারাই আমি আল্লাহ্'র কাছে আপনার জন্য সাক্ষ্য দেব। তখন আবু জাহল ও 'আব্দুল্লাহ্ ইবনু আবু উমাইয়্যাহ্ বলে উঠলো, হে আবু তালিব ! তুমি কি 'আব্দুল মুত্তালিবের ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে? এদিকে রসূলুল্লহ ﷺ বার বার তাঁর কথাটি বলতে থাকলেন। আবু তালিব শেষ পর্যন্ত যে কথা বললেন তা হলো, তিনি 'আব্দুল মুত্তালিবের মিল্লাতের উপরই অবিচল থাকবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি "লা-ইলাহা ইল্লাল্লহ্" বলতে অস্বীকৃতি জানালেন।..." **-মুসলিম,** অধ্যায় ঃ ১, কিতাবুল ঈমান, অনুচ্ছেদ ঃ ৯, হাদিস # ৩৯/২৪

আল্লাহ্'ই একমাত্র ইলাহ্ হওয়া যোগ্য কেনো ?

মহান আল্লাহ্ বলেন,

بَدِيعُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ ... ١٠١

"...তিনি (আল্লাহ্) সকল কিছুর স্রষ্টা..." -সূরাহ্ আন'আম (৬), ১০১

যেহেতু সকল সৃষ্টির স্রষ্টা তিনি তাই দাবীর দিক থেকে তিনিই একমাত্র ইলাহ্ হবার দাবী রাখেন। মহান আল্লাহ্ আরো বলেন,

وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدُۢ ٤

"তাঁর সমতুল্য কেউ নেই" -সূরাহ্ ইখলাস্ (১১২), ৪

এ আয়াতটি থেকে বুঝা যায়, ভালো যতগুণ আছে এর সবগুলো দিক থেকেই আল্লাহ্ সবার থেকে এগিয়ে। তাই তিনিই একমাত্র ইলাহ্ হবার দাবী রাখেন।

আর আল্লাহ্'র এমন কিছু গুণ আছে যা অন্যকারো মাঝে বিন্দু মাত্রও পাওয়া যায় না। এজন্য তিনি একমাত্র ইলাহ্ হবার দাবী রাখেন। সেই গুণগুলো হচেছ-

هُوَ ٱلۡأَوَّلُ ... ٣

"তিনিই প্রথম..." -সূরাহ্ হাদীদ (৫৭), ৩

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন,

ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُۚ لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَةٞ وَلَا نَوۡمٞۚ لَّهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۗ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦۚ يَعۡلَمُ مَا بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيۡءٖ مِّنۡ عِلۡمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَۚ وَسِعَ كُرۡسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَۖ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفۡظُهُمَاۚ وَهُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡعَظِيمُ ٢٥٥

"আল্লাহ্, নাই কোনো ইলাহ্ তিনি ছাড়া, তিনি চিরঞ্জীব-চিরস্থায়ী। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, তাঁরই। কে সেই ব্যক্তি যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর নিকট সুপারিশ করবে? তিনি লোকদের সকল প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অবস্থা জানেন। পক্ষান্তরে মানুষ তাঁর জ্ঞানের কোনো কিছুই আয়ত্ব করতে সক্ষম নয়, তিনি যে পরিমাণ ইচ্ছে করেণ সেটুকু ছাড়া। তাঁর কুরসী আকাশ ও পৃথিবী পরিবেষ্টন করে আছে এবং এ দু'য়ের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না, তিনি উচ্চ মর্যাদাশীল, মহান।" -সূরাহ্ বাক্বরহ্ (২), ২৫৫

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন,

ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ﴿٢﴾

"তিনি কারো প্রতি নির্ভরশীল নন" -সূরাহ্ ইখলাস (১১২), ২

قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٦٥﴾

"বল, আকাশ ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা কেউই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না শুধুমাত্র আল্লাহ্ রাখেন..." -সূরাহ্ নামল (২৭), ৬৫

এ আয়াতগুলো দ্বারা বুঝা যায় যে, এমন কিছু গুণ আছে যা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকারো মাঝে বিন্দু মাত্রও পাওয়া যায় না। গুণ গুলো হলো-

(১) তিনিই প্রথম, (২) তিনিই চিরঞ্জীব-চিরস্থায়ী, (৩) তাঁর তন্দ্রা ও ঘুম নেই, (৪) আকাশমণ্ডলী ও ভূমণ্ডলের সবকিছু তাঁর মালিকানাধীন, (৫) তিনিই প্রকাশ্য ও গোপন সবকিছুর অবস্থা জানেন, (৬) তিনিই জ্ঞানের সীমা-পরিসীমা নির্ধারণ করেন, (৭) তিনি আকাশ ও পৃথিবীকে রক্ষণাবেক্ষণ করতে ক্লান্ত হননা, (৮) তিনি কারো প্রতি নির্ভরশীল নন, (৯) একমাত্র তিনিই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখেন।

অতএব, আমাদের দৃঢ় দাবী আল্লাহ্'ই আমাদের একমাত্র **"ইলাহ্"**।

আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সকল ইলাহ্গুলো অযোগ্য হবার প্রমাণ এবং যুক্তি

মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْـًٔا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوٰةً وَلَا نُشُورًا ﴿٣﴾

"আর তারা তাঁকে বাদ দিয়ে ইলাহ্রূপে গ্রহণ করেছে অন্য কিছুকে যারা কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং তারা নিজেরাই সৃষ্টি হয়েছে। তারা ক্ষমতা রাখে না নিজেদের (নির্ধারিত ভাগ্যের) ক্ষতি বা উপকার করার আর ক্ষমতা রাখে না মৃত্যু, জীবন ও পুনরুত্থানের উপর।" -সূরাহ্ ফুরক্বন (২৫), ৩

মহান আল্লাহ্ বলেন,

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾

"(আল্লাহ্) ছাড়া সকল কিছু ধ্বংসশীল।" -সূরাহ্ আর-রহমান (৫৫), ২৬

এই আয়াতটি দ্বারা বুঝা যায়, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য ইলাহ্গুলো অযোগ্য হবার অন্যতম কারণ হলো- (১) তারা জগতসমূহের স্রষ্টা নয়, (২) তারা নিজেরাই সৃষ্ট জীব, (৩) তারা নির্ধারিত ভাগ্যের ভালো-মন্দের মালিক নয়, (৪) তারা মৃত্যু ও জীবনেরও মালিক নয় (৫) তারা পুনরায় জীবিত করতেও সক্ষম নয়, (৬) তারা ধ্বংসশীল।

এ জন্য আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো কিছুকেই ইলাহ্ হিসেবে মান্য করা যাবে না। তাই বুঝাই যায় আল্লাহ্ ছাড়া অন্য ইলাহ্গুলো যে কত অযোগ্য !

লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্ বাক্যটি কত গুরুত্বপূর্ণ

১. সকল রসূলকে ওয়াহী করা হয়েছে ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيٓ إِلَيۡهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدُونِ ٢٥

“আমি তোমার পূর্বে সকল রসূলকে এ ওয়াহী করেছি যে, “নাই কোনো ইলাহ্ আমি ছাড়া” তাই আমার বিধান মেনে চলো।” -সূরাহ্ আম্বিয়া (২১), ২৫

এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, লা-ইলাহা ইল্লাল্লহ্ বাক্যটি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, তা সকল রসূলকে ওয়াহী করা হয়েছিলো।

২. আল্লাহ্, মালাইকাহ্গণ ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানীগণ লা-ইলাহ্ ইল্লাল্লহ্’র স্বাক্ষ্য দেয় ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন,

شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ وَأُوْلُواْ ٱلۡعِلۡمِ قَآئِمَۢا بِٱلۡقِسۡطِ ١٨

“আল্লাহ্ স্বাক্ষ্য দেন যে, নাই কোনো (সত্য) ইলাহ্ তিনি ছাড়া আর মালাইকাহ্গণ ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানীগণও স্বাক্ষ্য দেন...” -সূরাহ্ আলি-ইমরান (৩), ১৮

লা-ইলাহা ইল্লাল্লহ্ মানার শুভ পরিণতি

عَنْ عُثْمَانَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَّهُ لَا أَلٰهَ أَلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

“উসমান ﷺ বলেন, “রসূলুল্লহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্তরে এ বিশ্বাস রেখে মৃত্যুবরণ করলো যে, “নাই কোনো (সত্য) ইলাহ্ আল্লাহ্ ছাড়া” সে জান্নাতে যাবে।”

-মুসলিম, অধ্যায় ঃ ১, কিতাবুল ঈমান, অনুচ্ছেদ ঃ ১০, যে ব্যক্তি তাওহীদের উপর মৃত্যুবরণ করবে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে- এর দালীল-প্রমাণ, হাদিস # ৪৩/২৬

লা-ইলাহা ইল্লাল্লহ না মানার ভয়াবহ পরিণতি

১. লা-ইলাহা ইল্লাল্লহ না মানলে ইহকালে এবং পরকালে কঠোর শাস্তি রয়েছে ঃ

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন,

فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّٰصِرِينَ ﴿٥٦﴾

অতঃপর যারা (লা-ইলাহা ইল্লাল্লহ্'র) অস্বীকারকারী, তাদেরকে ইহকালে এবং পরকালে কঠোর শাস্তি দেব এবং তাদের কোনো সাহায্যকারী নেই।" -সূরাহ্ আলি-ইমরান (৩), ৫৬

২. লা-ইলাহা ইল্লাল্লহ না মানলে শিরক্ হয় এবং তার জন্য জান্নাত হারাম এবং জাহান্নাম নিশ্চিত ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন,

... قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ وَإِنَّنِى بَرِىٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿١٩﴾

"...বল, তিনি (আল্লাহ্) একক ইলাহ্ এবং (যারা এটা মানবে না) নিশ্চয়ই এসব মুশরিকদের (শিরক্কারীদের) সাথে আমি সম্পর্কচ্ছেদ করলাম।" -সূরাহ্ আন'আম (৬), ১৯

যারা আল্লাহ্'র সাথে শিরক করেছে তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন,

... إِنَّهُۥ مَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَىٰهُ ٱلنَّارُ ۖ ... ﴿٧٢﴾

"...নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহ্'র সাথে শিরক করবে তাদের জন্য আল্লাহ্ জান্নাত হারাম করে দিয়েছে এবং তাদের স্থান হচেছ জাহান্নাম...।" -সূরাহ্ মায়িদাহ্ (৫), ৭২

৩. লা-ইলাহা ইল্লাল্লহ না মেনে জান্নাতে প্রবেশ করা যাবে না ঃ

إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُوْنَ...

এ সম্পর্কে যুহাইর ইবনু হার্ব রহ. আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত। উমার ইবনু খত্তব ﷺ বলেন, ... রসূলুল্লহ্ ﷺ বলেছেন, হে খত্তবের পুত্র! যাও লোকেদের মাঝে ঘোষণা করে দাও যে, ঈমান না এনে জান্নাতে প্রবেশ করা যাবে না।..." - মুসলিম, অধ্যায় ঃ ১, কিতাবুল ঈমান, অনুচেছদ ঃ ৪৮, গনীমাতের মাল আত্মসাৎ করা হারাম, ঈমানদার ছাড়া কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না, হাদিস # ১৮২/১১৪

সংশয়মূলক প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন (১) ঃ আল্লাহ্'কে ছাড়া যদি অন্যকাউকে আইন প্রণেতা বা বিধানদাতা না মানা যায়, তাহলে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে, পারিবারিক ক্ষেত্রে, ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে অনেক বিষয়ে সমস্যা সৃষ্টি হবে। কারণ এসব বিষয়ে অনেক আইন আল্লাহ্'র পক্ষ থেকে নেই। যেমন-

রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ঃ ওভারব্রীজের উপর দিয়ে চলাফেরা করার আইন আল্লাহ্'র বিধানে নেই। তাই বলে কি এই আইনও অস্বীকার করতে হবে?

পারিবারিক ক্ষেত্রে ঃ রান্না-বান্না কি হবে, তরকারিতে ঝাল বা লবন বেশি হবে নাকি কম ইত্যাদি ? এমন রুচিও কি আমাদের থাকতে পারবে না ?

ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে ঃ স্যান্ডেল পরবো নাকি সু পরবো ইত্যাদি ? এসব বিষয়েও কি আল্লাহ্'কে একমাত্র বিধানদাতা মানতে হবে ?

উত্তর # প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই আল্লাহ্'কে বিধানদাতা মানতে হবে। তবে তাতে বুঝার জন্য একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে।

রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ঃ যে কোনো আইন বা বিধান তখনি গ্রহণযোগ্যতা পাবে যখন তা ভালো বিষয় হবে এবং সরাসরি কুরআন ও গ্রহণযোগ্য হাদিসের বিরোধী না হবে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন,

... تَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ ... ﴿١١٠﴾

"...তোমরা সৎ কাজের আদেশ দাও এবং অসৎ কাজ নিষেধ করো..." -সূরাহ্ আলি-ইমরান (৩), ১১০।

নিরাপত্তার জন্য ফ্লাইওভার দিয়ে চলাচল করার বিধানটি সৎকাজের অন্তর্ভূক্ত তাই এই আইনটি আল্লাহ্'র আইন বা বিধানের মাঝে রয়েছে বলেই বুঝে নিতে হবে। এড়াছাও এই বিধানটি আল্লাহ্'র আইন বা বিধানেরও বিরোধী নয়। এ কারণেই ফ্লাইওভার দিয়ে চলাচলের বিধানটি আল্লাহ্'র বিধান বলেই গণ্য হবে।

পারিবারিক ক্ষেত্রে ঃ রান্না-বান্না কি হবে তাও আল্লাহ্'র বিধান মোতাবেক হতে হবে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ حَلَٰلٗا طَيِّبٗا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ ١٦٨

"হে মানবজাতি, তোমরা ভূমির পবিত্র বস্তু আহার করো এবং শয়তানের পথ অনুসরণ করো না..." -সূরাহ্ বাক্বরহ (২), ১৬৮

এ আয়াতটি থেকে বুঝা যায় হালাল সব খাবার আমাদের নিজের পছন্দমত খেতে পারবো বলে আল্লাহ্ আইন দিয়েছেন। তাই যে হালাল বস্তুই রান্না করা হোক না কেনো তা আল্লাহ্'র বিধান মত হয়েছে বলেই বিবেচিত হবে।

ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে ঃ স্যান্ডেল বা সু পরিধান করা বিষয়েও আল্লাহ্'কে বিধান দাতা মানতে হবে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلۡمُطَّهِّرِينَ... ١٠٨

"...পরিস্কার-পরিচ্ছন্নদেরকে আল্লাহ্ ভালোবাসেন" -সূরাহ্ তাওবাহ্ (৯), ১০৮

আল্লাহ্ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে বলেছেন। আর স্যান্ডেল বা সু পরিধান করা হয় পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার জন্যই। তাই স্যান্ডেল বা সু যা'ই পরিধান করি না কেনো তা আল্লাহ্'র বিধানের মধ্যে থাকবে।

অতএব, বিধানদাতা একমাত্র আল্লাহ্'কেই গ্রহণ করতে হবে।